আপনারা কি মনে করেন যে আপনারা একটি শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন? না, পারেন না। শিশু নিজেই তার শিক্ষক, আপাদের কর্তব্য কেবল তাকে সুযোগ করে দেওয়া, বাধাগুলিকে অপসারিত করে দেওয়া। চারাগাছ আপনিই বৃদ্ধি পায়, আপনারা তার কী বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন? — স্বামী বিবেকানন্দ

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-৬, সংখ্যা-৩ , জুলাই,২০১৯ AANANDA AANGAN আষাঢ় - ১৪২৬

চিত্রে রেখা এবং রেখাচিত্র

রবীন মন্ডল

চিত্ররীতিতে রেখাভিত্তিক চিত্রই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ভিন্নযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই রেখা নানা রসে, নানা রূপে এবং নানা ছন্দে প্রকাশমান। স্পষ্টতঃ ইতিহাসের পথ ধরে এই রেখা বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হয়ে আজকের সভ্য মানুষের কাছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। গুহাগাত্রের দেওয়ালে আঁকা চিত্র বলতে আমরা রেখার বন্ধনে ধৃত কিছু মানুষের বিশেষ ভাবনাকে বুঝি যা তৎকালীন সমাজ জীবনের বিশেষ মানসিকতার স্বাক্ষর। প্রচলিত কিছু ধ্যান-ধারণা নিয়ে আদিম শিল্পীরা যেসব রচনা রেখে গেছেন, সেখানে রেখার গুরুত্ব অপরিসীম এবং মূলতঃ রেখাই ভাবনার বাহক হিসেবে সেখানে উপস্থাপিত। জীবিকার তাড়নায় নানারকম সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তারা জীবনকে যেভাবে দেখেছিল তা স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে রেখার ব্যবহারে। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যমান উপজাতীয় সভ্যতায় এই রেখার প্রচলন দেখা যায়, যা তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সভ্যতার ইতিহাসে এই রেখার ব্যবহার নানাভাবে দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় রেখার ব্যবহারই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। কারণ বক্তব্য বিষয়কে সরাসরি রেখা দিয়েই প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার বিদ্যুৎ-ছটায় দ্বি-মাত্রিক চিত্রভাষায় রেখার প্রচ্ছন্ন ব্যবহার শুরু হতে দেখি। এখানে রেখার ব্যবহার প্রত্যক্ষ নয়। একটি বিশেষ পরিসর (space) থেকে অন্য পরিসরে গতায়াতে রেখা তার প্রত্যক্ষতা হারিয়ে ফেলে এবং সেখানে রেখা mass-এ পরিণত হয়ে প্রকাশিত হয়। বাস্তব চেতনাজাত আলোছায়ার খেলায় রেখার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সাধারণভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য। এখানে চিত্রজগতের পরিসর-বোধ অনেক বেশী আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তায় চালিত। এই চিন্তা থেকে চিত্রে বাস্তবতাবোধের (Realism) জন্ম এবং এই ফাঁকে নিছক রেখা আধুনিক চিত্রজগতে অনেক বেশী মনস্তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে।

প্রয়াত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

ছবি আঁকার গোড়ায় যা শিল্পীকে ভাবায় তা হল তাঁর রচনাটিকে ভাবনানুযায়ী দাঁড় করান। এবং এই দাঁড় করানোর ব্যাপারে যার সব থেকে বেশী সহায়তা নিতে হয় তা হল drawing বা রেখাচিত্র। বলা যায়, খসড়া পর্যায়ে রেখার ভূমিকাই প্রধান। এখানে রেখার ভূমিকা আপাততঃ প্রধান হলেও রচনাটি যখন নানা ভাবনার মধ্যে রঙ, রূপ নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে ততই সেই রেখার প্রাধান্য কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে রচনাটি যখন সৃষ্টি হিসেবে সমগ্রতা পেতে থাকে তখন সেই রেখার ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। অবশ্যই শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনায় সামগ্রিকভাবে রেখার প্রভাবশালী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। হয়ত সেই রেখাই তাঁর রচনায় ভাবনার প্রধান বাহক হয়ে দেখা দিতে পারে। এবং বর্ণবৈচিত্র্যে এই রেখা অনেক সময় আরও জোরদারভাবে শিল্পীর বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারে। রেখা যেমন ভাবনার বস্তুকে তার দ্বি-মাত্রিক পরিসর থেকে টেনে আনতে সাহায্য করে, তেমনি কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে একটা সৃষ্ট পরিসর থেকে আর একটা পরিসরে নিয়ে যায়। সেখানে ভাবনার বিশেষ উপাদান — যা অবয়বধর্মী — তাকে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ করান যায়। অর্থাৎ চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে রেখার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা যে প্রবল তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

চিত্রকলার আদি-যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই রেখার ভূমিকা নানাভাবে নানা ছন্দে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা যায়, চিত্রকলার আদিম অস্তিত্ব রেখাভিত্তিক। কি মিশরীয়, কি ভারতীয় বা চৈনিক

ক্রমশ:

৪৪ তম আন্তর্জাতিক বইমেলা উদ্বোধন হবে ২৯ জানুয়ারি

৪৪তম আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম রাশিয়া। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের অধিকর্তা সুধাংশু দে জানান, ২০২০র বইমেলা শুরু হচ্ছে ২০১৯এর দু'দিন আগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ২৯ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

কয়েকদিন আগে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গিল্ড কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠক হয়। সেখানেই চূড়ান্ত দিনটি স্থির হয়। এবারের বইমেলা চলবে ১০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিন ধরে। প্রসঙ্গত ২০১৯এ বই মেলা শুরু হয়েছিল ৩১ জানুয়ারি। রেকর্ড সংখ্যক বই বিক্রি হয়েছিল। অর্থমূল্যে যার পরিমাণ ২১ কোটি টাকা। বইমেলায় ২৩ লক্ষ মানুষ এসেছিল। থিম ছিল গুয়াতেমালা। এই বইমেলায় প্রতি বছরই বিশ্বের নানা দেশ অংশ নেয়। ২০১৯এর বইমেলায় রাশিয়া, স্পেন, স্কটল্যান্ড, কোস্টারিকা, বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা ও গুয়াতেমালা অংশ নেয়।

২০১৭ সালে মিলনমেলা প্রাঙ্গণ থেকে বইমেলা সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে সরে যায়। তার কারণ রাজ্য সরকার মিলনমেলা প্রাঙ্গণ আধুনিকিকরণের কাজে হাত দিয়েছে। বর্তমানে যেভাবে সেন্ট্রাল পার্কে মানুষের সমাগম বাড়ছে, তাতে খুশি গিল্ড কর্তৃপক্ষ। তাই প্রথমে সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলা করার ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি থাকলেও ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে।

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস

ফরাসী ভাষায় ফেট ডে লা মিউজিক, আর বাংলায় বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। ২১ জুন পালিত হয় বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। বহু বছর ধরেই এই দিনে ঐতিহ্যবাহী মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে ফ্রান্স। এভাবে, ১৯৮২ সালে এসে এ ফেস্টিভ্যাল 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে'তে রূপ নেয়। 'গান হতে হবে মুক্ত; সংশয়হীন— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই বিশ্বের ১১০টি দেশ যোগ দেয় এই আন্দোলনে। ১৯ বছরের পথ পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক মাত্রায় পায় এটি। আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, স্থানীয়ভাবে অথবা ফরাসি দূতাবাসের সহায়তায় জুনের ২১ তারিখে পালন করা হয় 'ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে'।

শতবর্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্মরণ

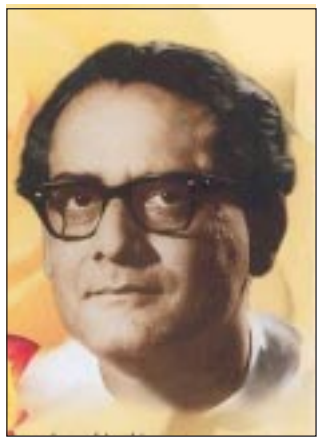

১৬ জুন, বাংলা তথা ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০ সালে বারাণসীতে। সেই হিসাবে তিনি শতবর্ষে পদার্পণ করলেন। শতবর্ষে হেমন্তকে স্মরণ করে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মূল দুটি অনুষ্ঠানের প্রথমটি হয় সকাল দশটায় সাদার্ন অ্যাভিনিউতে হেমন্তর মূর্তির পাদদেশে। এই উপস্থিত ছিলেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হয় সন্ধ্যায়

এরপর ৩ পাতায়

অনার্সে এবার নজরুলের গান

বিশ্বদেব ভট্টাচার্য ঃ কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের পাঠ্যক্রমে এ বার পড়ানো হবে নজরুলগীতি। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ তিনটি কলেজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে আইসিসিআর-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের চার ছাত্রী এই কোর্সে ভর্তির আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশি ছাত্রীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী। সোমবার তিনি বলেন, 'রানিগঞ্জের ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ এবং

দুর্গাপুর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে নজরুলগীতি ও ক্লাসিক্যাল মিউজিকে অনার্স পড়ার সুযোগ করা হয়েছে। প্রত্যেক কলেজে সর্বোচ্চ ২০ জন ভর্তির সুযোগ পাবেন।'

কবির জন্মজয়ন্তীতে

এরপর ৩ পাতায়

মহার্ঘ সম্মান অমর্ত্য সেনের

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স-এর 'ইনইকুয়ালিটি স্টাডিজ' বিভাগে একটি চেয়ার হল অমর্ত্য সেনের নামে। এই প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিভাগে ১৯৭১-৮২ অধ্যাপনা করেছেন অমর্ত্য সেন। সামাজিক বৈষম্য নিয়ে কাজ করে ইনইকুয়ালিটি স্টাডিজ বিভাগ। এই প্রতিষ্ঠানে কারও নামে ঘোষিত চেয়ার সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিরেক্টরের সমান পদমর্যাদার বলে ধরা হয়। সেই সব কৃতী অর্থনীতিবিদের নামে এই চেয়ার হয়, যাঁদের কাজ জীবনের ধরাবাঁধা সীমা অতিক্রম করে সমাজের সব স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে।

আনন্দ অঙ্গন প্রত্রিকা মূলত শিল্পকলার উপর বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়। শিল্পী, শিল্প এবং শিল্পকলার উপরে লেখা ও ছবি প্রকাশনায় প্রাধান্য পাবে। অনেকে বড় গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাচ্ছেন। তাদের অবগতির জন্য বিনয়ের সঙ্গে জানাই, ছোট কবিতা, হাতে আঁকা ছবি, অণু গল্প এবং শিল্পকলা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের খবর ছোট আকারে লিখে পাঠান। আমাদের আগামী সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা। সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেখা পাঠান।

ইচ্ছেডানা-র পঞ্চম চিত্র প্রদর্শনী

অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ইচ্ছোডানা-র ৫ম চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল ৪-১০ জুন, ১২টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত। এই চিত্র প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী শ্রী অনিমেষ নন্দী এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও চিত্র সমালোচক শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়। একঝাক তরতাজা তরুণ শিল্পীর সুনিপুণ তুলির টানে এই চিত্র প্রদর্শনী বিশেষ তথা অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

যাদের আয়োজনে এই চিত্র প্রদর্শনী তারা হলেন শিল্পী অশোক পৈলান, শিল্পী অয়নিশ বল, শিল্পী অভিজিৎ ভক্ত, শিল্পী বিজয় বেরা, শিল্পী দেবযানী মজুমদার, শিল্পী দীপঙ্কর দেওয়ানজি, শিল্পী কৌশিক সরকার, শিল্পী প্রবীর চ্যাটার্জি এবং শিল্পী সঞ্চিতা দাস।

ইজেল আর্ট স্কুল- এর চিত্র প্রদর্শনী

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত 'ইজেল আর্ট স্কুল'এর ৪দিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল শান্তিপুর কলাতীর্থতে। ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর আঁকা ৬৬টা ছবির প্রদর্শনী চলে ১৩ জুন থেকে ১৬ জুন পর্য়ন্ত। সমগ্র চিত্র প্রদর্শনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ইজেল আর্ট স্কুলের মাননীয় শিক্ষক শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জী মহাশয়।

বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত 'বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী'র অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুলাই ২০১৯। এই প্রতিযোগিতায় ৩৯১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এই স্কুলটি নদিয়া জেলার চাকদহের বালিয়া বাজারে অবস্থিত। স্কুলের শিক্ষক মাননীয় শ্রী সুভাষ সরকার, তনয় দাস সহ অন্যান্য আরো কয়েকজন সহ শিক্ষক মিলে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন।

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

চারুকলা ও কারুশিল্প

চারুকলা ঃ যে চিত্রের দিকে তাকানো মাত্র তার ভাব ও ভাষা মিলিয়ে সাধারণ দর্শককে আত্মপরিচয় দেয়, সেই চিত্রই যথার্থ চিত্র। এই যথার্থ চিত্ররূপ থেকেই চারুকলার সৃষ্টি। চারুকলা স্বাধীনভাবে স্ব-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আচার্য নন্দলাল বসুর কথায় 'আমরা শিল্প করিনা, শিল্প আমাদের দিয়ে হয়' প্রকরণ কৌশল শিল্পীর ইচ্ছাধীন নয়, তা স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ শিল্পী মনে করলেই একটা সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন না এবং তার দ্বারা তৈরী সমস্ত শিল্পকর্ম একই ধরনের হয় না। কোনটি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠবে শিল্পী তা নিজেও বলতে পারেন না। অতএব সৃষ্টি তার আপন লীলায় কখন যে শিল্পীর হাতে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে তা তিনি নিজেও বলতে পারেন না। এখানেই চারুকলার এক অধরা লীলা খেলা বয়ে চলেছে।

চারুশিল্পে form বা রূপের থেকে Content বা শিল্পভাব অনেক বড়ো। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পভাব (Content) এত বড় যা রূপকে (form) ছাপিয়ে বহুদূরে চলে যায় সেখানে তা অলৌকিক ও বিস্ময়কর হয়ে দেখা দেয় এবং সুন্দর সেখানে মহান (Sublime) হয়ে যায়।

কারুশিল্প ঃ কারুশিল্প সমাজের প্রয়োজন অনুপাতে গড়ে ওঠে। এই শিল্প শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলে ও দক্ষতা থাকলে উচ্চমানের একটি কারুকার্য সৃষ্টি করা যায়।

চারুকলার ক্ষেত্রে যেমন শিল্পভাব বা Content, রূপ বা form এর চেয়ে অনেক বড় হয়। কারুকলার ক্ষেত্রে form ই Content কে ছাপিয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, যা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের ও আনন্দের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন একটি কার্পেট নানারঙ ও প্রকার প্রকরণে সুন্দর করে তৈরী করা হল এবং তা মেঝের উপর সুন্দরভাবে পাতা হল। দেখতে সুন্দর লাগল এবং মেঝেটাও সুদৃশ্য হল। কিন্তু ঐ কার্পেটের বুননটি কারুশিল্প। কারণ এখানে শুধু রূপটাই মুখ্য হয়ে তার গৌরব রচনা করেছে তার রঙ ও নক্সার প্রকরণের সমন্বয়ে। অতএব এই কার্পেটের মধ্যে এমন কোন শিল্পভাব নেই যা formকে ছাপিয়ে যেতে পারে। কারুশিল্পকে তাই চারুশিল্পের মত অলৌকিক বলা যায় না। কারুশিল্পে বস্তুকে সুন্দর করে তোলাই শিল্পীর একান্ত লক্ষ্য। তাই কারুকর্মের মাধ্যমে এক সৌন্দর্য্যের মোহ তৈরী করা হয়। তাতে থাকে কেবল সুন্দরের হাতছানি সৌন্দর্য্যের এক আপেক্ষিক চটক, তাই যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ভাল লাগে, তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য মোহে দর্শক অভিভূত হয়। কিন্তু পরমুহূর্তে অদেখার বিচ্ছিন্নতার সেই সৌন্দর্যের রেশটুকু মুছে যায়। মনে কোন স্থায়ীভাব তৈরী করে না।

প্রয়াত বিশিষ্ট শিল্পী রবীন মণ্ডল

দেবব্রত চক্রবর্তী ঃ বিশিষ্ট শিল্পী রবীন মণ্ডলের প্রয়াণ ২ রা জুলাই ২০১৯ এর রাত ১১.৪০ মিনিটে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ভারতবর্ষের প্রথম সারির শিল্পী তালিকায় অবস্থান করতেন তিনি। বার্ধক্যজনিত কারণে স্বল্প কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে তিনি চলে গেলেন পরলোকে। জীবনের শেষ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত নিয়মিত চিত্রচর্চা এবং প্রদর্শনীতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। ছোটবেলায় অসুস্থ হয়ে গৃহবন্দি হতে হয় কয়েকবছর। খেলাধূলা এবং আনন্দ উৎসব ও বন্ধু বান্ধবহীন একাকী জীবনে আত্মমুখী হয়ে উঠে ছবি আঁকার সূচনা। তখন ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাঙলার ভাগ্যে নানা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে তখন কলকাতা ও শহরতলির মানুষজন অনাগত বিপদাশঙ্কায় বিমর্ষ। শিশুকাল ও পরবর্তী সময় তাঁর জীবনজুড়ে হাওড়া শহর। অনেক পরে সল্টলেকের আবাসনে আসা। তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হাওড়া ও সল্টলেকে বসবাস। সমকালীন বাস্তবতা এবং চিত্রশর্ত দুটি ভিন্ন বোধ বা ভাবনা বলা যায়। চিত্রশৈলী তৈরির ব্যাপারে তিনি সবসময়েই সচেতন ছিলেন। মূলত তিনি অবয়বধর্মী ছবি আঁকতেন আঁধারে বিম্বিত অস্তিত্বের সন্ধানে তাঁর শিল্পকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাল্যকাল যে অসুস্থতার হাত ধরে তাঁর মনে শিল্পচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। তিনি নিজেই কবুল করেছেন 'রাজারানি' সিরিজের কাজগুলো পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। ড্রইং করতে করতে পরবর্তীকালে পেইন্টিংএর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এই বিষয়। তিনি বহু সিরিজধর্মী কাজ করেছেন। দেশে, বিদেশে প্রদর্শনী ও পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটেছে। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের আদর্শ ছিলেন তিনি। বর্তমানে সুপরিচিত শিল্পী দলে 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' এর একমাত্র জীবিত সদস্য এদিন পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে এই শিল্পীদলের প্রতিষ্ঠিত জীবিত প্রতিষ্ঠিত সদস্য আর কেউ রইলেন না। এই দলের বয়স এখন পঞ্চান্ন। ১৯৬৪ সালে আটজন তরুণ শিল্পীরা মিলে একটি দল তৈরি করেন। যার নাম রাখা হয় 'কাল্যাকাটা এইট' এই দলের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে। পরে এই দলের নাম হয় 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স'। সেই আটজন শিল্পীরা হলেন প্রকাশ কর্মকার, বিজ চৌধুরী, নিখিল বিশ্বাস, গোপাল সান্যাল, মহিম রুদ্র এবং তাঁর স্ত্রী গুণব্রিট, বিমল ব্যানার্জি এবং স্বয়ং রবীন মণ্ডল। বেশ কয়েক বছর আগে রবীনবাবুর শিল্পী সহধর্মিনী বাণী মণ্ডল প্রয়াতা হয়েছেন। রবীনবাবুর জীবনের ব্রত ছিল ছবির সঙ্গে সহবাস। তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন অবনঠাকুর প্রবর্তিত পথ তাঁর নয়। আবার যামিনী রায়ের প্রতিমাকল্প রূপায়ণ তাঁর স্বভাবে নেই। ফলে নিজের পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা বেছে নেন, পিকাসো, ব্রাক, মাতিস ও ভ্যানগগকে। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিল্পীশিক্ষণের পাঠ নেওয়া। রেলের চাকরি, পারিবারিক লোহা লক্কড়ের ব্যবসা ডিঙ্গিয়ে শিল্পী হওয়ার পথে নানা বাধা বিপত্তি এবং সংগ্রাম। জীবন ও মৃত্যু এই চিন্তা তাঁর ভাবনার দুটো দিক ছিল। ডুবে যেতেন শৈশবে আবার ফিরে আসতেন বর্তমানের জীবনে। শুধু শিল্পীরাই নন, তাঁর বন্ধুবান্ধবের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে অবস্থান করেছেন কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক থেকে বামপন্থার রাজনীতিবিদরা, যদিও পরিমণ বয়সে চলে গেলেন তবুও ভারতবর্ষের শিল্পকলা ক্ষেত্রে হয়ে গেল অপূরনীয় ক্ষতি।

কলকাতার শেরিফ সাহিত্যিক শঙ্কর

কলকাতার নতুন শেরিফ হলেন মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য জগৎতে তিনি শঙ্কর নামেই অধিক পরিচিত। 'কত অজানারে', 'চৌরঙ্গী', তার বিখ্যাত উপন্যাস। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির জন্য বেছে নিয়েছিলেন 'সীমাবদ্ধ', 'জন অরণ্য'। 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' তার গবেষণার এক অনন্য ফসল। অজস্র বই লিখেছেন তিনি। কলকাতার শেরিফ পদ তাঁর মুকুটে নতুন পালক। সাহিত্য জগতের মানুষ এতে নিশ্চয় গর্ববোধ করবেন।

শিল্পী যোগেন চৌধুরীর সমৃদ্ধ ড্রইং

দেবব্রত চক্রবর্তী

গত সংখ্যার পর

ড্রইং করতে করতে বললেন, আমার জন্ম ১৯৩৯-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার একটি গ্রামে। পূর্ব বাংলার কথা বলছি। সেই সময় ওটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। সেই গ্রামের নাম ডগরপাড়া। ছোটবেলা কেটেছে ঐ গ্রামের নদী, পুকুর, মাটি আর গাছপালার সঙ্গে।' জিজ্ঞেস করি এই সত্তর বছর বয়সে (তখন ২০০৯ সাল) এতো কাজের মধ্যে কীভাবে নিজেকে সতেজ রেখেছেন?' যোগেনদা ছবি আঁকতে আঁকতে বললেন, 'কাজ আমাকে প্রাণশক্তি দেয়। আমাকে টইটম্বুর রাখে। শুধু ছবি আঁকা বা লেখা নয়। কোনো কিছু গড়ে তোলার জন্য সব সময় মনটা উৎসুক হয়ে থাকে। ছোটবেলায় গ্রামের কিশোর সংঘ ক্লাবের কিশোর বাহিনির সদস্য ছিলাম। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় ঐ কিশোর বাহিনি। দেওয়াল পত্রিকা, রবীন্দ্র, নজরুল জয়ন্তীতে মশগুল থাকতাম। ১৯৬১তে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের সময় বড় হয়ে গেছি। ঐ সময় তিরিশটা ইলাসট্রেটেড পোস্টার করেছিলাম। এর অনেক পরে শেক্সপিয়রের ৪০০ বছর জন্মবর্ষে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক পোস্টার ডিজাইন করি। আমাদের টেবিলে ফিশ ফিঙ্গার আলুভাজা। যোগেনদা স্বল্পহারী। পানীয়তে চুমুক দিয়ে উভয় উভয়ের দিকে তাকাই। যোগেনদার ছবি আঁকা প্রায় শেষ। বাঁশবাগান, ফলপুকুর, কালীবাড়ি ছাড়া নিজেদের টিনকাঠের দোতলা বাড়ি এমনকি বাবা যে নৌকা করে খাজনা আদায় করতে যেতেন তার ছবিও এঁকেছেন যোগেনদা। উনি বললেন, 'আমার এখন ছোটবেলার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। হয়তো এই আড্ডাটা ছোটবেলাকে ঘিরে জমে উঠবে। এই ছোটবেলার স্মৃতি বড়বেলা থেকে প্রবীণবেলা অবধি গড়াবে না।' বলি, 'ছোটবেলা থেকে শুরু হয়ে তারপর দেখা যাক কোথায় গিয়ে আমরা থেমেছি।' যোগেনদা আবার শুরু করেন। '১৯৪৭-এ দেশভাগের অল্প আগে মা'র সঙ্গে কলকাতায় আসা। দেশভাগের পর আমাদের গোটা পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পড়ল। ১৯৫১ পর্যন্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত কাকার কোয়ার্টারে নানা অসুবিধার মধ্যে দিন গুজরান। জীবনের প্রথম ছবি এঁকেছিলাম লাল-নীল পেন্সিলে একটি ময়ূরের ছবি ঐ বাড়ির দেওয়ালে।' এই বলে প্যাডটি টেনে নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন যোগেনদা। পি ৬৫ বি। মনোহরপুকুর রোডের বাড়ির নকশা। কাকাবাবুর ঘর। আমি, ঝন্টু (মনীন্দ্র), নমিতা থাকতাম এই ঘরটিতে। রান্নাঘর, সুন্দরী ঠাকুমার ঘর, বৈঠকখানা এইরকম জায়গাতে ছিল বাড়ি রাস্তার এ পাশটায় মিষ্টির দোকান। ১৯৬১ থেকে ঢাকুরিয়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে এই পরিবারের আশ্রয়, দারিদ্রের সঙ্গে দুরন্ত সংগ্রাম। যাঁদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিলেন, তাঁরাই পরে হলেন উদ্বাস্তু। সেখান থেকে উঠে এলেন আজকের প্রখ্যাত শিল্পী যোগেন চৌধুরী। একডাকে যাঁকে সবাই চেনেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকি। বাইরে গাড়ির আওয়াজ, সচল কলকাতা। যোগেনদা তখনও ছোটবেলার স্মৃতির ছবি এঁকে চলেছেন।

সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটসম্যান

—সমাপ্ত

মহিষমর্দিনী ডান্স গ্রুপ

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত মহিষমর্দিনী ডান্স গ্রুপএর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুন, ২০১৯। মোট ৪৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই নাচের স্কুলটি পূর্ব বর্ধমানের কালনায় অবস্থিত। শিক্ষিকা অদিতি কর্মকার।

ভাস্কর চিত্রকলা

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত 'ভাস্কর চিত্রকলা'র অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুলাই ২০১৯। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই স্কুলটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অন্তর্গত ক্যানিং-এর দিঘিরপাড়ে অবস্থিত। ভাস্কর চিত্রকলার শিক্ষক শ্রী অনুপ চ্যাটার্জি।

অন্তশূন্য

অরুণকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর
— অদূরে ভগবানের অস্তিত্ব সংকট।

হোক না যতই অন্ধকার
ক্ষীণ যত হোক সূর্য্য,
দেহ তত্ত্ব মায়াজালে ক্ষান্ত
পরমাত্মার অস্তি পায় অদৃশ্য বস্তু।

শব্দ-জব্দ হোক জন্ম পরবাস
মনস্তত্ব শুদ্ধ হয় অলীক স্পর্শে
নাম না হওয়া গ্রহান্তরে মুক্ত — আমি
যতো মুক্তির আশ্রয় নিঃশেষে।

আদিকাল অতিক্রান্ত আগুন
খোঁজা ও শেষ
এখন একদল ভাবে যাবে
অনতিদূর — ব্ল্যাক হোল।

শতবর্ষে হেমন্ত

১ পাতার পর

রবীন্দ্রসদনে দেবাশিষ বসুর পরিচালনায়। এই অনুষ্ঠানে শতাব্দী রায় ব্যালে ট্রুপ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

সারা জীবনে প্রায় আড়াই হাজার গান করেছেন হেমন্ত। এর মধ্যে আছে বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুল প্রসাদী, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি এছাড়া আছে হিদি গীত, গজল ও ছায়াছবির গান। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা যেমন মারাঠি, মালয়ালম, পাঞ্জাবি, ভোজপুরি, ওড়িয়া, অসমিয়া, নেপালি প্রভৃতি ভাষয় প্রায় শ'খানেক গান গেয়েছেন হেমন্ত। পেয়েছন দেশ-বিদেশের নানান সম্মান, ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, একাধিকবার পিএফজেও অ্যাওয়ার্ড, রবীন্দ্র ভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট প্রভৃতি। ১৯৮৯ সালে হেমন্ত পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার'।

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা, ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

অনার্সে নজরুলের গান

১ পাতার পর

কাজী নজরুলের জন্মভিটে চুরুলিয়ায় এসে বাংলাদেশের শিক্ষাবিদরা সাধনকে এই উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা এবং প্রশংসা করে যান। উপাচার্য বলেন, 'আমাদের রাজ্যে নজরুলগীতিতে অনার্স পড়ার সুযোগ ছিল না। আমরা আপাতত তিনটি কলেজে এ বিষয়ে অনার্স পড়ানোর কাজ শুরু করেছি। পরে অন্যান্য কলেজে তা পড়ানোর ভাবনা আছে।' রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ছবি দে বলেন, 'দুজন ছাত্রী ইতিমধ্যেই নজরুলগীতির কোর্সে ভর্তি হয়েছে। বাংলাদেশের দু'জনের চিঠিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

নজরুলগীতি বিশেষজ্ঞ দীনবন্ধু মণ্ডল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে আমরা গর্বিত।' চুরুলিয়ায় নজরুল অ্যাকাডেমির সাধারণ সম্পাদক তথা কবির ভাইপো কাজী রেজাউল করিম এবং আকাডেমির আর এক সদস্য এবং কবি পরিবারের আত্মীয় বিদ্যুৎ কাজী এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন, 'এতে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং কবির গান নিয়ে পড়া ও গবেষণার নতুন সুযোগ মিলবে।'

এক 'নিবেদিতা'র জন্ম

গত সংখ্যার পর

শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যক্ষ অঙ্গ ছিলেন না, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য প্রত্যক্ষ ছিলেন। নিবেদিতা কোন প্রতিষ্ঠানের বা চার্চ-এর হয়ে মৃত্যুবরণ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরে তাঁর সার্ধশতবর্ষের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনই নিবেদিতাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর নিবেদিতা 'মার্গারেট' নামে ভূমিষ্ঠ হওয়ারও আগেই তাঁর আইরীশ মা তাঁকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উপলক্ষ্যটা ছিল মায়ের মনের এক আশঙ্কা যেমন সব শুধু নয়, সব মানুষই করে থাকে, বলা হয়। নিজের প্রিয়জন, বিশেষত সন্তানের জন্য সব সময় ভয় বা অমূলক আশঙ্কা থেকে যায়। সেই আশঙ্কা থেকে মানুষ যখন আরও বেশি করে কোলে আঁকড়ে ধরতে চায় সন্তানকে তখন মেরী নোবেল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রসবের সব কিছু যদি ঠিকঠাক ঘটে তবে তাঁর নবজাতককে ঈশ্বরের সেবাকাজে উৎসর্গ করবেন। (Pravrajita Atmaprava, 'Sister Nivedita', 1999) জন্মের আগেই উৎসর্গীকৃত — বিশ্বে এর আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। রাম না জন্মাতেই পুরাণ কাব্যরচনা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবের জগতে এই প্রথম।

স্বামীজির বন্ধু এবং শিষ্য জার্মানীর মিস ম্যাকলাউড তাঁর নিজের বয়স হিসাব করতেন স্বামীজির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে। তিনি মনে করতেন জীবনে তার আগের সময়টা অর্থহীন, অবান্তর ছিল। আমাদের মধ্যে সে প্রজ্ঞা জন্মাতে জন্মাতে জীবনটাই বাতিল বা নিঃশেষ হয়ে যায়। মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হয়। নিবেদিতা যদি ভারতবর্ষের হল, তবে তাঁর জন্ম ১৮৬৭-তে নয়, ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি, যে দিনটিতে তিনি কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন। আরো সঠিকভাবে বলতে ১৮৯৮-এর ২৫ মার্চ। সেই প্রভাতটি তাঁর জীবনের 'সর্বাপেক্ষা আনন্দময়' প্রভাত রূপে প্রতিভাত হল। দিনটি ছিল সেদিন, যেদিন দেবদূত মা মেরিকে তাঁর গর্ভে ভগবানের জন্ম নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন — The Day of Annunciation. স্বামীজি মার্গারেটকে শিবপূজা করিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করলেন ও বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়ে বললেন : 'যাও যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।' শিবের পূজা করিয়ে, বুদ্ধের চরণে নিবেদিত! এখানে রামকৃষ্ণ কোথায়!! কোথায় নিবেদিতার সন্ন্যাস আকাঙ্খা পূরণ!!! সেই সূচনার পরিপূরণ 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' জন্মের বৃত্তান্তে।

—সমাপ্ত

'চিত্রম' ড্রয়িং সেন্টারের অঙ্কন প্রতিযোগিতা

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত 'চিত্রম' ড্রয়িং সেন্টারের অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জুলাই ২০১৯। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মোট ৪৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই অঙ্কন স্কুলটি হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর অঞ্চলের কানাইপুর নেগেল পাড়ায় অবস্থিত। শিক্ষক শ্রী সত্যজিৎ নেগেল।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রয়াত গায়িকা রুমা গুহঠাকুরতা

চলে গেলেন কিংবদন্তী অভিনেত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা। ৩ রা জুন সোমবার ভোরে কলকাতায় নিজের বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছ। তিন পুত্র কন্যা এবং অসংখ্য অনুরাগী রেখে গেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

প্রয়াত নাট্যকার গিরিশ কারনাড

৮১ বছর বয়সে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ও নাট্যকার গিরিশ কারনাড। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১০ জুন '১৯সোমবার সকাল ৬টায় বেঙ্গালুরুতে নিজের বাসভবনে মারা যান তিনি। নাটক ছাড়াও সিনেমা ও সাহিত্য জগতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন এই অভিনেতা। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গেছিল। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও জ্ঞানপীঠ সম্মান ছাড়াও চারটি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন গিরিশ কারনাড।

প্রয়াত লেখক অদ্রীশ বর্ধন

চলে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র'র স্রষ্টা এবং বাংলা কল্পবিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অদ্রীশ বর্ধন। ২১ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে গত কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি।

বাংলায় কল্পবিজ্ঞান লেখা শুধু নয়, সাধারণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন অদ্রীশ বর্ধন, এমনকি 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধের জন্মদাতা তিনি। তাঁর লেখায় কঠিনতম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও হয়ে উঠত সাধারণ মানুষে বোধগম্য, তা তিনি যে বয়সেরই হোন না কেন, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, রাজো কঙ্ক, জিয়ো গজানন, নারায়নী এবং চাণক্যচাকলা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্যতম।

প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক

বিশিষ্ট আলোকচিত্রী সুব্রত পত্রনবীশ প্রয়াত ২ রা জুলাই, মঙ্গলবার সকালে একবালপুরের এক নার্সিহোমে। বয়স হয়েছিল ৭৯।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৬২ সাল থেকে ২০০০ কলকাতায় 'দ্য ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় কাজ করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছর ওই পত্রিকার চিফ ফটোগ্রাফার ছিলেন। অবসরের পর কয়েকটি কলেজে চিত্র সাংবাদিকতায় অধ্যাপনার কাজ করতেন। খেলাধূলো ও অন্য বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। অনুরাগী মহলে প্যাটদা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি।

প্রয়াত শ্যামসুন্দর মিত্র

প্রথিতযশা ব্যাটসম্যান তো বটেই। বাংলা ক্রিকেট তাঁকে মনে রাখে ভাল একজন অধিনায়ক হিসেবেও। জীবনে যিনি মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতেন অসম্ভব। এতটাই যে, ভারতীয় টিমে খেলাকেও প্রাধান্য দেননি প্রাণাধিক প্রিয় মোহনবাগান ছেড়ে যেতে হবে বলে।

সেই শ্যামসুন্দর মিত্র আর নেই। বাংলা ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবসান হল ২৭ জুন, ২০১৯, বৃহস্পতিবার সকালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের কয়েকটি নারী চরিত্র

তপতী মুখার্জী ঃ রবীন্দ্রনাথ পণ প্রথার পরিণতি নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, যেমন দেনা পাওনা, হৈমন্তী, অপরিচিতা ইত্যাদি।

'দেনা পাওনা' গল্পে ভালো ঘর এবং ভালো বরে মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন নিরুপমার বাবা রামসুন্দর। এদিকে বিয়ের সময় দশ হাজার টাকা পণ এবং দান সামগ্রী সব দিতে না পারায় গোলযোগ বাঁধল। বরের জেদে বিয়ে হলো বটে কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে নিরুপমার অনাদর, বাপের বাড়ী যেতে না দেওয়া, অসুখে ডাক্তার পথ্যের ব্যবস্থা না করে করে শেষমেষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। নিরুপমার বর বাইরে চাকরী করত। চাকরীস্থলে বাসা ঠিক করে যখন স্ত্রীকে পাঠাতে বলল তখন বাড়ী থেকে বলা হলো আবার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এবার বিশ হাজার টাকার পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী এবং তার বাবা প্রবাসী নীচতা, কুটিলতা তাদের স্বভাবে ছিল না। ঋষিতুল্য মানুষটি প্রবাসে এক রাজার অধীনে কাজ করতেন। তাতেই বরপক্ষ মনে করেছিল তাঁর অনেক টাকা সম্পত্তি আছে, যা বিয়ের পর একমাত্র জামাই-ই সব পাবে। কিন্তু কল্পনা যখন মিথ্যা জানা গেল তখনই হৈমন্তীর শ্বশুর বাড়ীর লোকের স্বরূপ প্রকাশ পেলো। এই গল্পেও অনাদরে অবহেলায় হৈমন্তীর পরিণতি সেই নিরুপমারই মতো হলো।

তবে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চরিত্রটি একটু অন্যরকম। যদিও বিবাহের পণের ভরি ভরি সোনা এবং দানসামগ্রী এখানেও একই। বিবাহের পূর্বে কনের গায়ের সমস্ত গয়না গা থেকে খুলে স্যাকরাকে দিয়ে ওজন করিয়ে দেখা যে মেয়ের বাবা কথা অনুযায়ী কম দিয়েছেন কিনা। এতে মেয়ের বাবা বিয়ে ভেঙে দেন। কল্যাণীও মেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়ে জীবন কাটাতে শুরু করে। আর কখনও বিয়ে করবে না প্রতিজ্ঞা করে। এখানে কল্যাণীর চরিত্রটি একটু দৃঢ়, মেয়ের বাবা নিজে থেকে বিয়ে নাকচ করে দিতে পারেন এটা তখনকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অসম সাহসিকতার পরিচয়। আর বিয়ে না করেও যে আত্মসম্মান বজায় রেখে আনন্দে জীবন কাটানো যায় কল্যাণীর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা তখনকার সময় এক বিশাল পদক্ষেপ।

অসম বয়সী নারী পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কের দিক থেকে বেছে নেওয়া যায় 'পোস্টমাস্টার' এবং 'মেঘ ও রৌদ্র'। পোস্টমাস্টার গল্পের রতন বারো তেরো বছরের একটি কাজের মেয়ে, পিতৃমাতৃহীন অনাথা, কলকাতার ছেলে পোস্টমাস্টার অজ পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গতা কাটাতে রতনের সঙ্গে গল্প করতেন, তাকে কিছুটা পড়াশুনা শেখানোরও চেষ্টা করেন। পোস্টমাস্টার হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রতন একাধারে জননী এবং দিদির স্থান গ্রহণ করে সেবা করে। রোগশয্যা থেকে ওঠার পর পোস্টমাস্টার ঘোষণা করেন যে, তিনি চাকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সহজ সরল রতন তাকে সঙ্গে নিতে বললে পোস্টমাস্টার অস্বীকার করেন। যাওয়ার সময় পোস্টমাস্টার রতনকে কিছু টাকা পয়সা দিতে চাইলে রতন তা গ্রহণ করেনি। যাত্রাপথে পোস্টমাস্টারের হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভূত হয়। এক সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশিত করে আর রতন পোস্ট অফিস ঘরের চারপাশে অশ্রুজলে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষীণ আশা যদি দাদাবাবু ফিরে আসে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের নায়ক শশীভূষণ যখন এম.এ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ যুবক নায়িকা গিরিবালা তখন মাত্র আট বছরের। কিন্তু এই অসমবয়সী দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যের পারস্পরিক মান অভিমান কখন যে ভালবাসায় পরিণত হয় শশীভূষণ নিজেও তা জানতে পারেনি। শশীভূষণ টের পেল তখনই যখন গিরিবালা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখল নববধূ ঘোমটার আড়ালে নৌকায় বসে আছে। গিরিবালা জানতেও পারল না যে তার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু নিঃশব্দ রোদনে দুই কপোল বেয়ে অশ্রুজল ঝরতে লাগল। শশীভূষণ চশমা খুলে চোখ মুখে ঘরে ঢুকলো, হঠাৎ একবার যেন মনে হলো গিরিবালার কণ্ঠ — 'শশীদাদা'। কিন্তু কোথায় রে? কোথায়? কোথায় না, গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না — তাঁর অশ্রুজলাষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিকে।

এরপর পাঁচ বছর জেল ফেরৎ শশীর সঙ্গে গিরিবালার যখন দেখা হয় তখন সে বিধবা। দুজনের কেউই কথা বলতে পারল না। 'কথা ও অশ্রু' উভয়ের নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হয়ে রইল। দূরে কীর্তনের দল গাইতে লাগল 'এসো এসো হে'।

অরুণ মণ্ডল, ভাস্কর চিত্রকলা

স্নেহা শী, চিত্রম ড্রয়িং সেন্টার

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ), ৮৯১০৭৩৯০০৯। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার।E-mail : k.sarkar151071@gmail.com